দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 26 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

05

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি প্রশ্নে সরকারের ভূমিকার প্রতিবাদে

সংসদে বিএনপির আবার ওয়াক আউট

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল (রবিবার) বাজেট আলোচনার পূর্ব মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের পদত্যাগ এবং দেশের সবচাইতে বড় ও ঐতিহ্যবাহী ভার্সিটির পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারের ভূমিকাকে নিষ্ঠুর ও দায়িত্বহীন আখ্যায়িত করিয়া প্রধান বিরোধী দল বিএনপি সংসদ হইতে পঞ্চমবারের মত ওয়াক আউট করে। বিরোধী দলের উপনেতা ওয়াক আউটের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীর মনোভঙ্গীর সমালোচনা করেন। সংসদের উপনেতা জিল্লুর রহমান 'অসত্য ও উত্তেজনাপূর্ণ কথা বলিয়া' বারবার সংসদে বিরোধী দলের ওয়াক আউটের সমালোচনা করেন এবং বলেন, নির্বাচনে স্বৈরাচারী বিএনপির পরাজয় উহার নেতৃবৃন্দ এক মুহূর্তের জন্যও মানিয়া নিতে পারে নাই। এজন্য সারাদেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হইতেছে। সংসদে বিরোধী দলের প্রতিদিনের আচরণকে তিনি 'হাস্যকর' বলিয়া বর্ণনা করেন। বিরোধী দলের ওয়াক আউটের পর শিক্ষামন্ত্রী এএমএইচকে সাদেক সংসদে এক বিবৃতিতে গত ৫ বৎসরে ঢাকা ভার্সিটিতে সংঘটিত অনুরূপ ঘটনাবলীর জন্য পদত্যাগকারী ভাইস চ্যান্সেলরকে দায়ী করেন। *(১১ পৃঃ দ্রঃ)*

ওয়াক আউট

(১ম পৃঃ পর)

ওয়াক আউটের আগে প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী ঢাকা ভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ছাড়াও ৯ জন প্রভোষ্ট ও প্রোক্টরের পদত্যাগের ঘটনার ব্যাপারে সংসদকে কোন কিছু অবহিত না করিয়া সমগ্র পরিস্থিতিকে গুরুত্বহীন বলিয়া উপেক্ষা করার প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, এ ভার্সিটি আমাদের গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধে বিরাট ভূমিকা পালন করিয়াছে। এ ভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর অসহায় হইয়া "বিবেকের দংশনে" পদত্যাগ করিয়াছেন। ভার্সিটির প্রশাসন সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অস্ত্রধারী গুণ্ডারা ভার্সিটি হলের দখল নিয়াছে। রক্তপাত, শিক্ষায়তন কলুষিত করা, পুলিশের ব্যবহার, নিরাপত্তাহীনতা, ছাত্রলীগের অস্ত্রবাজিকে তিনি ভার্সিটি ভিসির পদত্যাগের মত পরিস্থিতির কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এ পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রীর নীরবতাকে তিনি "সীমাহীন নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা ও দায়িত্বহীনতা" বলিয়া চিহ্নিত করেন। ওয়াক আউটের পরে ব্রিফিং-এ বিরোধী দলের উপনেতা শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করেন।

সংসদ উপনেতা জিল্লুর রহমানকে ডেপুটি স্পীকার ফ্লোর প্রদান করিবার মুহূর্তে বিরোধী দল সংসদ হইতে ৫ম বারের মত ওয়াক আউট করিতেছিল। জিল্লুর রহমান বলেন, যে কোনভাবে সারাদেশে ও সংসদে অস্থিরতা সৃষ্টিই বিএনপির আচরণের লক্ষ্য। তিনি বিরোধী দলের আচরণের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ এবং এ আচরণের নিন্দা করেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রীকে এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখার অনুরোধ জানান।

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বিরোধী দলের ওয়াক আউটের পর সংসদ উপনেতার অনুরোধে এক বিবৃতিতে বলেন, আজ যদি কোন কথা বলতে হলে সেই উপাচার্য ও গত ৫ বৎসর ধরিয়া অব্যাহত ধাচের ছাত্র রাজনীতির কথা বলিতে হইবে। গত ৫ বৎসরে ইহার চাইতে অনেক হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটিয়াছে। অনেক ছাত্র মঞ্চে দাঁড়াইয়া নিহত হইয়াছে। কোমলমতি ছাত্ররা প্রাণভয়ে পালাইয়া বেড়াইয়াছে। তখন এ উপাচার্য কী করিয়াছেন।

পদত্যাগী ভাইস চ্যান্সেলারের সহিত শিক্ষামন্ত্রীর আলোচনা হইয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন, তিনি তাহাকে ভার্সিটি পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ বিবৃতি দিয়া তিনি পদত্যাগ করিলেন কেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ভাইস চ্যান্সেলর ছাত্রদলের পক্ষ লইয়া গত ৪ বৎসরে ভার্সিটিতে ছাত্রদের উস্কানি দিয়া কি পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সর্বজনবিদিত। তিনি বলেন, ছাত্রদলের সমর্থকরা অস্ত্রশস্ত্রসহ পুলিশের উপর গুলী চালাইয়াছে। তিনি বিরোধীদলকে এই ব্যাপারে আরও চিন্তাভাবনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ জানান। প্রয়োজনে আজ (সোমবার) শিক্ষামন্ত্রী বিবৃতি দিবেন।

শেখ ফজলুল করিম সেলিম বলেন, পদত্যাগী ভাইস চ্যান্সেলর জিয়া পরিষদের সভাপতি। ভিসি ৫ বৎসরের কপকর্ম ঢাকা দিবার জন্য পদত্যাগের প্রহসন করিয়াছেন। বিরোধীদলের নেতা শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে ভাইস চ্যান্সেলরকে সশস্ত্র ক্যাডাররা জিম্মি করিয়াছিল। তখন তিনি কী করিয়াছিলেন।

সরকারী দলের মীর্জা আবদুল লতিফ (সিরাজগঞ্জ-৪) গত ৪/৫ দিন যাবৎ নৈরাজ্য, হত্যা, ডাকাতি, খুন, সন্ত্রাস এবং ভার্সিটি সন্ত্রাসের জন্য বিএনপির 'সন্ত্রাসী বাহিনীকে' দায়ী করিলে বিরোধীদল হৈ হৈ করিয়া তাহার প্রতিবাদ জানায়।

তিনি বলেন, বিএনপির সন্ত্রাসীদের আক্রমণে কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীও আহত হইয়াছে। তিনি বিএনপির সন্ত্রাসের ব্যাপারে তাহার দলনেত্রীর তালিকার অংশবিশেষের পুনরাবৃত্তি করেন।

৭১ বিধির আওতায় সংক্ষিপ্ত আলোচনার সুযোগে বিএনপির এমপি ও ডাকসুর ভিপি আমান উল্লাহ আমান ঢাকা ভার্সিটিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে গতকাল (রবিবার) গত ৭৫ বৎসরের মধ্যে সবচাইতে জঘন্য অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিলে ডেপুটি স্পীকার তাহাকে নোটিস দিতে বলেন। আমানউল্লাহ আমান শহীদুল্লাহ হলে সশস্ত্র ক্যাডারদের অবস্থান, এফআরা এফ এইচ, মহসীন হল চরের মত দখলের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলেন, ঢাকা ভার্সিটিতে গেলে আজ মনে হয়, বাংলাদেশে কোন সরকার নাই, শিক্ষা মন্ত্রী নাই। ঢাকা ভার্সিটিতে ছাত্র নাই। খুনীরা অবস্থান লইয়াছে।

বিএনপির জাফরুল ইসলাম চৌধুরী (চট্টগ্রাম) কর্ণফুলী নদীর উপর নির্মিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মত শঙ্খ নদীর উপর জল প্রকল্প গ্রহণ করার দাবী জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, এ প্রকল্প গ্রহণ করিলে শঙ্খের অববাহিকা এলাকায় ফসলের উৎপাদন ৩ গুণ বাড়িতে পারে।

উজান হইতে নামিয়া আসা পানির ঢলে যশোরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নূতন করিয়া আবদ্ধ প্লাবনের অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। সরকারী দলের তবিবুর রহমান যশোর-১ সংসদকে জানান, আটক পানি সরিয়া যাইবার পথ নাই। স্বাধীনতার পর প্রথম দশকে তৈরী খাল ভরাট ও স্লুইস গেট রুদ্ধ হইয়া পড়ায় এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হইতেছে।